পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহ তা

বনবিহঙ্গী

শ্রীরাধারাণী দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এক টাকা বার আনা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চিরতরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ

নিত্য নবীনেষু

রবির আলোকে যে বিহগী পাখা মেলেছে
তাকে রবিকরেই সমর্পণ করলাম
আপনার স্নিগ্ধ স্নেহের প্রশ্রয় পেয়ে।

রাধারাণী

নিবেদন

এই কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি ছাড়া বাকি সব ১৩২৯ সাল হতে ১৩৪০ সালের মধ্যে রচিত। সুতরাং বনবিহগীর কণ্ঠে যে পরিচিত প্রাচীন সুরটি ঝঙ্কৃত হয়েছে, তা' সে-যুগের ধ্বনিরই দ্যোতক। অতএব একালের মনোরঞ্জনে এ গীতি যদি অক্ষম হয়, তার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই।

বনবিহগীকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে আমি সাহায্য নিয়েছি—শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পীশ্রেষ্ঠ নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীমান্ সুনীল পাল, আশু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রূপকারগণের। বানান সংস্কারে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়। ছবির ছাঁচগঠনে অনেকখানি সহায়তা পেয়েছি—ভারত ফোটো টাইপের শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

রাধারাণী দেবী

সূচী

মানসলোক

মৃত্তিকালোক

আমার নিভৃতচিত্তে যে-ভাবনা করে সঞ্চরণ
অজস্র ঐশ্বর্যভারে ঐশ্বর্যিত করিয়া এ মন ;
সে-মহার্ঘ ভাবনার বিচ্ছিন্ন মাণিক্যকণা গুলি
ইচ্ছা হয় চয়নিয়া স্বর্ণসূত্রে মাল্য রচি' তুলি !
গোধূলির দীপ্তি তা'রা ক্ষণতরে পশ্চিমের পটে
বিচ্ছুরিয়া বর্ণচ্ছটা অন্তর্হিত হয় অস্ততটে।

যে-নির্বাক আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিত চিত্ত মোর সদা,
শুদ্ধ অনুভূতিলোকে যে-নিবিড় আনন্দ সর্বদা
ভাষার অতীত তীর্থে সংগোপনে আজো গেল রয়ে,—
হে সুন্দর ! তব স্পর্শে বাজুক তা' মুখরিত হয়ে।
সেচন করহ বারি অমৃত-ভৃঙ্গার হ'তে তুমি,
আমার কল্পনা-বীজ অঙ্কুরিয়া উঠুক কুসুমি' !

ওগো মোর অপ্রকাশ! প্রকাশিত হও জ্যোতি সহ!
ওঠো ওঠো হে প্রত্যূষ! মৌনরাত্রি হয়েছে দুর্বহ।
তমসার গর্ভ হতে জাগো সূর্য, কোটী রশ্মি পাতে,
আমার কানন ব্যগ্র আলোকের তীব্র প্রত্যাশাতে।
অগণ্য কোরক মোর অন্ধ আঁখি উন্মীলন তরে
নিশীথ প্রহর ব্যাপি' নীরবে তোমারে ধ্যান করে।

নিখিলের বক্ষে কাঁদে যে-অজ্ঞাত কামনা অধীর,
উপেক্ষিত রয়ে গেল যে-পূজার চন্দন উশীর;
উজ্জ্বল হাসির তলে যে-অশ্রু ফল্গুর সম বহে,
জীবনের দৃশ্যমঞ্চে যে-মরণ অদৃশ্যই রহে;—
আমি যেন তারই লাগি দিতে পারি মোর শ্রেষ্ঠ দান,
অন্তরের আন্তরিক অনুরাগে অভিষিক্ত গান।

বিস্তারিত হোক মর্মে আকাশের অন্তহীন নীল,
উদাত্ত সঙ্গীত ছন্দে পূর্ণ হোক আমার নিখিল।
বন্ধনের বেদনায় বিধূনিছে পক্ষ থাকি থাকি
সংকীর্ণ পিঞ্জর মাঝে শৃঙ্খলিত নিরুপায় পাখি।
তবু তার লক্ষ্য যেন চলে দূর দিক্‌ চক্রবালে,
মেঘ ঊর্ধ্বে স্বর্গলোকে অরণ্যের শ্যামস্নিগ্ধ ভালে।
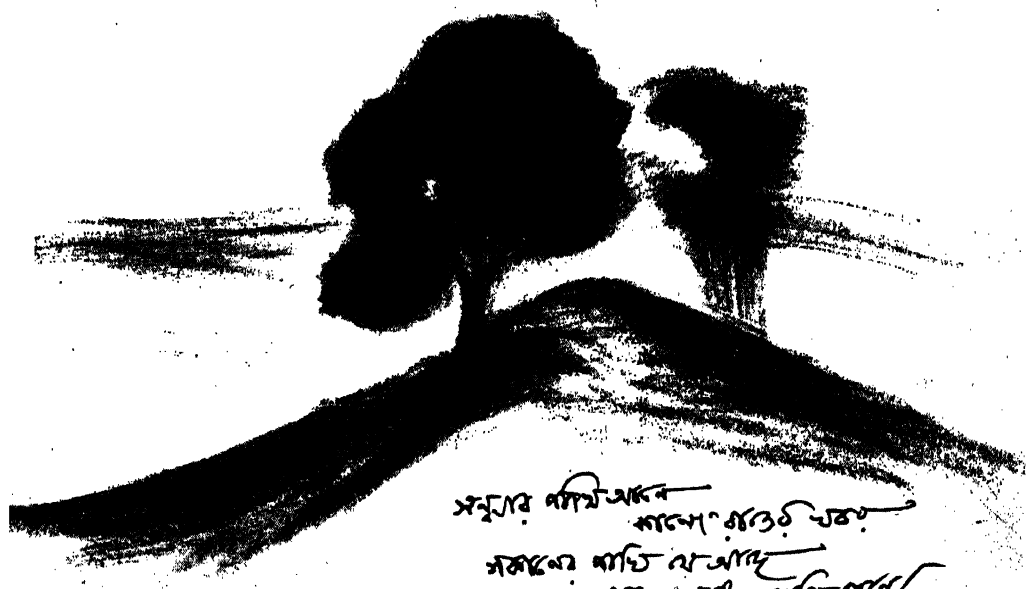
—মানসলোক—

—দুঃখের দুঃসহ হোমানল
যে-প্রেমেরে করে সমুজ্জ্বল,
যে-প্রেম ত্যাগের 'পরে
আসন রচনা করে,
জীবনে যা ধ্রুব সমুজ্জ্বল,—
জাগে যদি সেই প্রীতি মৃত্তিকার মানবেরে ঘিরি,
—তুচ্ছ করি ফিরায়োনা,—জীবন-দেবতা যাবে ফিরি।

আকাশ ও নীড়

কুসুমপ্রাচীর ঘেরা মোর ছোট আঙিনার মাঝে
হে বৃহৎ, হেথা তুমি রহিয়াছ এত ক্ষুদ্র সাজে !
মিলনের সুধারসে জীবন করিয়া সুখলীন
আলস-লীলায় যবে যাপো হেথা প্রতি নিশিদিন,—
তখন তোমারে যেন পরিপূর্ণ রূপে নাহি পাই,
পরানে গুমরি' মোর ওঠে ক্ষুব্ধ ব্যথাসিন্ধু তাই ।

একদা তোমার দীপ্ত সমুন্নত যেই রূপরাগে
বিস্ময় মানিয়াছিনু,—আজি তাহা স্বপ্ন সম লাগে ।
বিমুগ্ধ হইয়াছিনু সেই দিন আপনা পাশরি'
শুনি তব অসীমের সুরে সাধা অন্তর-বাঁশরি !
আর তো সে-সুর হেথা বাজেনাকো, হয়ে গেছে চুপ ;
অন্তর্হিত এবে সেই ঐশ্বর্য-মণ্ডিত দিব্যরূপ ।

সকরুণ অভিজ্ঞতা এত দিনে সঞ্চিয়াছি তাই,—
কুসুমিত এ আঙিনা নহে নহে তব নিজ ঠাঁই।
তোমারে রেখেছি বন্দী এই ক্ষুদ্র গৃহগণ্ডি মাঝে,
আপনারে সংকুচিয়া মগ্ন তুমি মোর তুচ্ছ কাজে!
ছোট ছোট দুঃখ সুখ, ছোট হাসি কান্না ধুলা-খেলা
এ জঞ্জালে ভরিয়াছি তোমার মহার্ঘ দিবা-বেলা।

আমারি ঘরের ধূলি দ্যুতি করিয়াছে ম্লান তব,
হায় বন্ধু, এ দুঃসহ দুঃখ বলো কার কাছে কব?
শক্তিশালী বাহু তব ব্যাপৃত রয়েছে হেথা আজ
সাধিবারে অতি ক্ষীণ অর্থহীন মূল্যহীন কাজ!
গতিবেগ স্তব্ধ তব, দৃষ্টি রুদ্ধ গৃহের প্রাচীরে!
—কুসুমের মকরন্দ জড়ায়েছে মুক্ত মৌমাছিরে।

বনচারী বিহঙ্গের জন্মগত যে-আকুতি রাজে
দূর-দূরান্তর লোকে উড়িবারে কাজে বা অকাজে—
বাধাহীন দৃপ্ত পাখা মেলি নীল অসীমের কোলে।
—জানি তব প্রাণপক্ষী সেই মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় দোলে।
নব নব যাত্রাপথে স্বপ্রকাশ শক্তি যার জাগে—
তারে রাখিয়াছি সুপ্ত, সুখনীড়ে তপ্ত অনুরাগে।

আমার মাঝারে যেই সভ্য নারী করিতেছে বাস
পুরুষের পৌরুষেই জেনো তার নিত্য অভিলাষ !
সে বাসিয়াছিল ভালো শক্তিবন্ত শৌর্য তব প্রিয় !
বীর্যবানে সঁপেছিল পরানের প্রেমের অমিয় ।
তোমার স্বাধীনরূপ মুক্ত মূর্তি দীপ্ত মহাবল,
ফিরিয়া পাবার লাগি' প্রাণ তাই হয়েছে চঞ্চল ।

লহ তব বর্ম চর্ম কোদণ্ড কার্মুক তরবারি !
শিরস্ত্রাণ তোলো শিরে, দিগ্বিজয়ে হও রণচারী !
তব অশ্ব হ্রেষা রবে নভ চিরি, বিদ্যুৎ ফুটুক !
ক্ষিপ্র ক্ষুরাঘাতে তার ধরাবক্ষে অনল ছুটুক !
দিকে দিকে দেশে দেশে গ্রহে গ্রহে কর অভিযান !
—থাক্ নারী গৃহপ্রান্তে রত তব সাধিতে কল্যাণ ।

বন্ধুর পাষাণ-ভূমে অগ্নি বালু-রুক্ষ মরু দেশে—
ফুটাও শ্যামল শস্য অনলস কৃষকের বেশে !
দুস্তর সাগর বক্ষে বাণিজ্যে ফিরুক তব তরী,
দূর দূরান্তর হতে আন রত্ন আহরণ করি !
অশ্রান্ত সুদৃঢ় বাহু করুক পর্বত কাটি' পথ,—
পৃথিবী বিজয়কল্পে চলুক তোমার জয়রথ ।

আকাশ সমুদ্র ধরা বায়ু তেজ করিয়া অধীন
হে অজেয় শক্তিমান, হও মর্ত-সিংহাসনাসীন।
গিরিগুহা গহ্বরেতে শ্বাপদসংকুল ঘন বনে
অজানারে জানিবারে কর তপ একান্ত নির্জনে।
মধু পানে তৃপ্ত অলি বনান্তে যদি না যায় চলে,
মৃত্যু তার দুর্নিবার রসজালে পক্ষ লিপ্ত হলে।

যৌবন-বহ্নির তাপ ঘুচাইবে গৃহ তরুচ্ছায়া!
মমতা মাধুরী মোহে রচি' দিবে স্বপ্ন-মুগ্ধ মায়া!
ক্লান্ত জীবনের প্রান্তে বেঁধো এসে বিশ্রামের নীড়!
সেথায় র'বেনা বন্ধু, বাহিরের কোলাহল ভীড়!
মুক্তির বিশাল ক্ষেত্রে বিশ্বের অঙ্গনে তুমি,—জানি
শক্তিরূপে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিবে মম পাণি।

প্রাণ-ঋক্

জীবনের সর্ব গ্লানি সকল জড়তা দৈন্য বাধা
বিচূর্ণিত করি
আবির্ভূত হও তুমি। যত কিছু ক্লেদ ক্লিন্ন কাদা
দূরে অপহরি'
ধরণীর রুক্ষ ধূলি উপেক্ষিয়া অবহেলাভরে,
এস তুমি রাজবেশে দীপ্ত হেসে ক্ষণকাল তরে,—
হে আমার অব্যাহত চিরমুক্ত প্রাণ!
দ্বন্দ্ব দ্বিধা হোক্ অবসান।

হে নির্ভীক! ওঠো তুমি! নিষ্কাশিয়া দৃপ্ত তরবার
দাঁড়াও সম্মুখে।
যা' অন্যায়, যাহা মিথ্যা, খণ্ড খণ্ড কর অঙ্গ তার!
দুখে কিংবা সুখে
স্তুতি নিন্দা প্রশংসায় দৃঢ় হোক্ অটল চরণ;
লভুক সম্পূর্ণ সাম্য অতি তুচ্ছ জীবন-মরণ!
হে আমার চিরশুদ্ধ সত্যবুদ্ধ প্রাণ!
—অসত্যেরে কর খান্ খান্!

উৎপীড়ন-বজ্র যদি সমুদ্যত হয় উর্ধ্বভাগে,
—পশ্চাতে আগুন,
সম্মুখে উত্তাল-সিন্ধু উর্মিফণা উত্তোলিয়া জাগে ;
—সুরভি-ফাগুন
কুসুম কোকিল লয়ে যদি নাহি গাহে হাসে কভু,—
তপ্ত মরু-বালুপথ অন্তহীন হয় যদি,—তবু
হে আমার সর্বসহ দুঃখবহ প্রাণ !
তারি ’পরে হও আগুয়ান্ ।

জ্যোতিষ্মান্ ! তব অঙ্গে ম্লানতা স্পর্শিতে নারে জানি,
—তুমি অভিনব ।
প্রত্যক্ষ জীবনে মম তাই আজি তব তেজোবাণী
মন্ত্র করি’ লব ।
হে অকুণ্ঠ, সব কুণ্ঠা সকল সঙ্কোচ লয়ে মুছি’
সত্যের দীক্ষায় তব করো মোরে চির শুদ্ধ শুচি,—
হে অক্ষয় অবিনাশী মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ !
— সন্ন্যাস করহ মোরে দান ॥

উদয়ন

আমার প্রাণের অতল সাগর তীরে
তোমার আভাস বহিল যখন ধীরে—
চির বিদ্রোহী ঢেউগুলি হল স্তব্ধ,
তর্জন যত হয়ে গেল নিঃশব্দ ;
ফেনাগুলি হয়ে ফুল
স্পর্শিল পাদমূল !

তব আঁখিতলে হেরিনু যে নব আলো
সারা বিশ্বের সবারে লাগিল ভালো !
সে আলোকরাগে সকলি লাগিল সোনা,
জ্যোতিতে ভরিল হিয়ার আঁধার কোনা।
যেন ঘন নিশা-শেষে—
উদিল অরুণ এসে।

অন্তরে মোর জনহীন বনতলে
আসিলে একদা কুসুম-চয়ন ছলে !
গাহিয়া উঠিল শাখে শাখে যত পাখি
"—ওগো চির-চেনা ! এলে নাকি ? এলে নাকি ?"
নব বসন্ত শোভা
বিকশিল মনোলোভা।

ওগো সুন্দর ! তোমার অরূপ কলা
সুন্দর করে হয়নি আমার বলা।
নিশীথিনী-ভালে চন্দ্র-তিলক সম
তোমার উদয় জীবনের পটে মম !
অমল কিরণ ধারে
প্লাবিয়াছে একেবারে !

তোমার স্নেহের শিশিরে হে প্রিয়তম !
ঝলমল করে জীবন-কমল মম !
তোমার প্রেমের অরুণ-রশ্মি পাতে
মেলিছে সে দল সুরভি উতল প্রাতে,
আপন হৃদয় খুলি
তোমারেই দিল তুলি।

জাগ্রহি

ওগো মায়াবিনি, মায়াজাল তুমি রচেছিলে যার তরে
সেই জালে আজ আপনি পড়েছ বাঁধা,
নর-কুরঙ্গ ধরিতে যে-ফাঁদ পেতেছিলে নিজ করে
সে-ফাঁদে গুমরে নিজেরি করুণ কাঁদা।
পঞ্চশরের তূণীর ছানিয়া মদনভস্ম দিনে
সম্মোহনের যে-বাণ যতনে বাছিয়া লয়েছ চিনে
সে বাণ বিঁধেছে তোমারি আপন বুকে,—
মোহিত হইয়া মোহিনী গো তাই জড়বৎ আছ সুখে।

যে-আঁখিতে তুমি আঁকিয়া কাজল লিখিছ মোহের ভাষা
কান্না-হাসির ফুটায়েছ আলো-ছায়া,
সে নয়নপটে জ্ঞানদীপ্তির নিভেছে সকল আশা,
নাচিছে কেবল চল-চঞ্চল মায়া।
বৃহৎ বিশ্বে যে-বিরাট কাজ—জ্ঞানের যজ্ঞ চলে
তুমি তো আসন লও নাই আজো সে-সাধনাপীঠতলে,
শুধু রূপসীর গুণ্ঠনখানি খুলে
পুরুষের মনোহরণ লীলায় আপনারে আছ ভুলে।

লীলায়িত তব মেরুদণ্ডটি সরল করিতে শেখো,
উন্নত ঋজু ভঙ্গীতে চলো আজ,
সহজ ভাষায় গৌরবময় জীবনলিপিকা লেখো
খুলে ফেল যত কৃত্রিমতার সাজ।
তোমার মাঝারে ভাল ও মন্দ কঠিন সত্য যাহা,
ছদ্ম কপট ছলনায় আর রেখনা লুকায়ে তাহা,
দেহমন নিয়ে ফাঁদ-পাতা-খেলা ছাড়ো,
তব মানবতা হরিল যে,—নারি ! অস্ত্র তাহার কাড়ো।

প্রেমই যদি হয় চরমকাম্য তোমার জীবন তলে
প্রেমেরি সাধনা মহান করিয়া তোলো !
যারে ভালোবাসো তারে বাঁধিওনা নানা ছলে আঁখি জলে,
মন ভুলাবার মোহন প্রকৃতি ভোলো।
প্রেমাস্পদেরে বাহু-বন্ধনে বন্দী করিয়া—নারি,
কোরোনা কেবল তোমাগত প্রাণ গৃহপিঞ্জরচারী,
খোলো জীবনের উদার আকাশ-লোক,—
মুক্তির মাঝে সুস্থ সহজ প্রেমের বিকাশ হোক।

অনুচ্চারিত

তুমি বল নাই বন্ধু এ জীবনে কভু কোনো দিন
বক্ষের নিতলে তব কোন্ সিন্ধু আকুলিয়া উঠে !
কী সুরে বাজিছে তব অন্তরের অপ্রকাশ বীণ
মর্মের মালঞ্চে কোন্ কামনা কুসুমলতা ফুটে !—
নয়নে প্রার্থনা নাই, অধরে ছিলনা কোনো ভাষা
উদাসীর বাঁশি হাতে চলেছিলে পথে চিরদিন,—
আশার নগরপ্রান্তে বাঁধো নাই ক্ষণতরে বাসা,
তোমার বৈরাগীমন ত্যাগের গৈরিকে স্বপ্নলীন।

প্রশান্ত মর্মের তব নিস্তরঙ্গ মমতা ধারায়
ভীরু বনকুসুমের সলাজ কোমল গন্ধ-শ্বাস
কেমনে আনিল বহি' এ' পাষাণ-প্রাচীরা কারায় ?
নীরন্ধ্র আঁধার কক্ষে এলো মুক্ত আলোক-আভাস।

কে জানিত লীলাচ্ছলে বসন্তের দুরন্ত বাতাস
জ্বালাইবে পুষ্পশিখা গিরিশৃঙ্গে তুষার ভাঙিয়া,
কে জানিত যোগমগ্ন ধূর্জটীরো ধ্যানের আকাশ
কিশোরী উমার স্বপ্নে প্রেমরাগে উঠিবে রাঙিয়া !

মিলন-মাঙ্গল্য

প্রেমের প্রদীপ জ্বালি আনন্দ অমৃত-গন্ধ-ধূপে
সাজায়ে জীবন-অর্ঘ, হে তরুণি ! পূজারিণী রূপে
মিলন-মণ্ডপে আজি চলেছ কি শুভ-অভিসারে
যৌবনের জয়লগ্নে বরমাল্যে বরিতে তাহারে
ছিল যাহা এতদিন নিশীথের গোপন-স্বপন ! —

তোমার হৃদয়াকাশে উদিত যে কনক-তপন
কোন্ পূজামন্ত্রে তারে বন্দিবে তা' নিজে নাহি জানো।
উন্মুখ কমল সম আপনারে বুঝি তাই আনো
সৌন্দর্যে মাধুর্যে ভরি'। বর্ণ গন্ধ মকরন্দ তব
নিবেদিবে দেবতারে প্রীতির নৈবেদ্য অভিনব ?—

প্রথম-দক্ষিণা আজি পরশ কি দেছে সুপ্তপ্রাণে ?
তোমার ভুবন খানি ভরিয়াছে জাগরণ-গানে।
মাধব এনেছে মধু, মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ-কাননে,
তাহারি আভাস তব আরক্তিম কপোলে আননে।
স্বপ্নাতুর আঁখিছায়ে, স্বেদসিক্ত ললাট-চন্দনে,
লাজনত তনুদেহে, ঘনকম্প্র বক্ষের স্পন্দনে।

স্বর্ণ-চেলাঞ্চল প্রান্তে প্রভাত অরুণ-দীপ্তি ঝলে
গোধূলির রক্তরশ্মি জ্বলিছে সীমন্তরেখা-তলে।
সন্ধ্যার সুন্দর তারা আনত নয়নপ্রান্তে জাগে,
অপরূপা তুমি আজি চন্দনে কুঙ্কুমে পুষ্পরাগে।

অকলুষা উষাসমা হে কুমারি! পুণ্যক্ষণে এসে
দাঁড়াও হোমাগ্নি-তীরে জ্যোতির্ময়ী ইন্দিরার বেশে।
তব আবির্ভাবে সতি! দীপ্ত হোক দয়িতের কূল,
যুগল-জীবন হোক প্রেমের প্রসাদ-স্নিগ্ধ ফুল॥

জীবন-দেবতা

প্রত্যুষের শিশির-বাতাসে
শেফালি আকীর্ণ ঘাসে ঘাসে
করেছিনু শুরু যাত্রা
সুন্দরের শুনি বার্তা
সদ্যদীপ্ত উদয় আকাশে।
জীবনে উদ্যম ছিল প্রাণদৃপ্ত উদ্যত সেদিন;
আনন্দ-সতেজ আত্মা আছিল অক্ষত অমলিন।

তারপর কত দীর্ঘ দিন,—
রাত্রি কত বিরাম-বিহীন
জপিয়া বন্ধুর নাম
চলেছিনু অবিশ্রাম
অন্বেষি' সে গন্তব্য অচিন।
তৃষাতুর আর্ত হিয়া নিরাশায় উঠেছে আকুলি'—
কোথায় পরম তীর্থ? অন্য পথে চলেছি কি ভুলি?

উদাস মধ্যাহ্ন কত ভরি'
দীর্ণকণ্ঠে কেঁদেছে গুমরি'
ঘুঘুর করুণ স্বর।—
যেন—গতজন্ম-দূর-
-স্মৃতিধারা পড়ে ঝরি' ঝরি'!
ক্লান্ত কপোতের গানে জীবনসংগীত মোর মিলা,
আমারো বাঁশির রন্ধ্রে জন্ম-জন্মান্তর স্মৃতি-লীলা!

পথশ্রমে পরিক্লান্ত আমি,
বিক্ষত চরণ পড়ে থামি,
কাতর অন্তরপুটে
করুণ জিজ্ঞাসা উঠে—
আরো—আরো কতদূরে স্বামি!
হে চরম! কোথা তব আনন্দের অমৃত শীতল?
এই বিক্ষোভের অন্তে মিলিবে তো প্রশান্তি নিতল?

সকরুণ পুরবীর সুরে
বিদায়ের গান কেঁদে ঘুরে!
তটিনীর গতিচ্ছন্দ
সহসা হয়েছে বন্ধ
যেন কোন্ মরুভূমিপুরে।
চিত্তের নিভৃতলোকে একা তাই রয়েছি জাগিয়া,
ধ্যানের দেবতা,—তাঁরি দরশন পাওয়ার লাগিয়া।

যাত্রা আজো হয় নাই শেষ।
সুন্দরের মেলেনি উদ্দেশ!
পথের ধুলার মাঝে
পড়েছি বসিয়া লাজে,
দূর-শূন্যে আঁখি নির্নিমেষ!
কোথায় অমৃত তীর্থ? কোথায় আলোক স্বর্গভূমি?
হে তীর্থদেবতা মোর, ধরা মোরে দিবে না কি তুমি?

* * *

সন্ধ্যার কোমল মৃদুবায়ে
কখন যে পড়েছি ঘুমায়ে—
স্মরণে নাহিক কিছু;
শুধু মনে পড়ে পিছু
স্নেহহস্ত শিরে কে বুলায়ে—
যেন কয়েছিল মোর কানে কানে,—'ফিরে যাও ঘরে,
বাহিরে খুঁজিছ যারে সে রয়েছে তোমারি অন্তরে।'

মরজীবনের তীরে তীরে
দেহমন অতিক্রমি' ফিরে
যে-প্রেম হৃদয়চারী
অনুভূতি মাঝে তারি
সুন্দরের সত্তা রহে ঘিরে।
মানুষের সত্যপ্রেমে মহত্তরবৃত্তি যত জাগে
সেই তো প্রকাশ তার, অপার্থিব দিব্যঅনুরাগে।

পৃথিবীর পূর্ণপ্রেম পেলে
দুর্লভ সান্নিধ্য তার মেলে !
মানবেরি মর্ম মাঝে
অমৃতের তীর্থ রাজে ;
—চন্দ্র দেখিওনা দীপ জ্বেলে।
যার ভালবাসা ছুঁয়ে লৌহমন হয়ে যায় সোনা,
সে-ই তো পরশমণি,—তারে কোথা খোঁজো অন্যমনা !

দুঃখের দুঃসহ হোমানল
যে-প্রেমেরে করে সমুজ্জ্বল,
যে-প্রেম ত্যাগের 'পরে
আসন রচনা করে
জীবনে যা ধ্রুব অচঞ্চল !
জাগে যদি সেই প্রীতি মৃত্তিকার মানবেরে ঘিরি',—
তুচ্ছ করি ফিরায়োনা। জীবনদেবতা যাবে ফিরি।

সুদূরের প্রেম

ওগো পাখি !   ওগো আকাশবিহারী পাখি !
আমি মীন-বালা পাথার-পাতালে থাকি ।
এই সরোবরে কমল বনের 'পরে
তুমি আসো নিতি মধু সেবনের তরে ;
পঙ্কজ-রস-আস্বাদনের তিয়াষা-তৃপ্তি ক্ষণে
পুলকিত কল-কাকলি-কণ্ঠে গাহো যবে নিজমনে,
নিতল জলের তলে
সেই সংগীত সুধাধারে মোর মুগ্ধ-পরান গলে ।

তোমার করুণ কোমল কূজন ধ্বনি
জললোকে যবে বেজে ওঠে রণরণি'
শ্যাম-শৈবাল-কানন বিহার ত্যেজে
রজত-উজল বরণে অঙ্গ মেজে

আমি উঠি ভেসে সরসী বক্ষে নীলগগনের নিচে ;
সূর্য চন্দ্র যেথা ছুটে সদা নিশা ও দিবার পিছে ।
চাহি সে পৃথিবী পানে
হৃদয় আমার ধেয়ে যেতে চায় আকাশের ওই খানে ।

ওগো নভোচারি ! তুমি বুঝিবে না জানি
মীন - মেয়েটির মৌন এ' প্রেম-বাণী !
বুঝিবে কি তুমি মোর নির্বাক ভাষা ?
বারি-বালিকার বিরাট বিপুল আশা ?
অতলের তলে লয়েছে জনম, পাতালবাসিনী যেবা,
তাহার অতল গভীর প্রেমের মর্ম জানিবে কেবা ?
তোমারে বাসিয়া ভালো
আপন প্রাণের আঁধার-গুহায় পেয়েছি নূতন-আলো ।

কণ্ঠে তোমার মুক্তির গীত বাজে !
মুক্তির হাওয়া তোমার প্রেমেরো মাঝে ।
উদার ব্যাপ্তি জীবনে তোমার মিশা,—
—আমি জলবালা, পাব কি তাহার দিশা ?
নাহি চিনি আমি অসীম ঊর্ধ্বে উজ্জ্বল মেঘলোক,
তবু চাহে প্রাণ তোমারি সঙ্গে নিবিড় মিলন হোক ।
—জানি তা হবার নয় ;
—তোমারি ভাবনা ভালো-লাগা মোর এই হোক অক্ষয় ।

যদিও ভিন্ন উভয়ের এ নিখিল,
তোমাতে-আমাতে আছে তবু কিছু মিল !
বায়ুর পাথারে নীর-পারাবারে দোঁহে
সুখে যাপি' কাল সন্তরণের মোহে।
পর্বত মরু বনরাজি ভরা ধরা রহে মাঝখানে,
তাই আমাদের প্রকৃতির মিল প্রকৃতিও নাহি জানে।
না হোক বাহিরে মিলা,—
মনে মনে থাক্ তোমাতে-আমাতে মানস মিলন-লীলা ॥

অভ্যুদয়

হৃদয়ের মাঝে উদিল যেদিন—কলঙ্কহীন
চাঁদিমা সম
প্রথম প্রেমের স্বপন মম !
অন্ধ প্রাণের গাঢ় যবনিকা
ধীরে গেল সরি'—আলোকের শিখা
বিভাসিত করি তুলিল হৃদয়
কী মনোরম !
—আঁধার জীবনে হ'ল প্রেমোদয়
প্রভাত সম !

রজনীর গাঢ় তিমিরের রাশি—নিমেষে বিনাশি'
পুরব পথে—
সূর্য ঝলকে অরুণরথে !

তেমনি মহান্ অপূর্ব্বতর
তমসা ভেদিয়া জ্যোতির্নির্ঝর
উৎসার হ'ল আঁধার জীবন-
আকাশ হতে ;
এলো নবরূপে নিখিল ভুবন
প্রাণের পথে।

তুষার-শুভ্র তীব্র শীতের—মৃত্যুগীতের
হিমেল-সুরে—
মরমের বীণা ছিল তো পূরে !
নির্ম্মমবেগে উত্তর বায়ু—
শুষিয়া লয়েছে যৌবন আয়ু !
চির-বিবর্ণ মন-বনে সদা
নীহার ঝুরে !
ছিল কুহেলির কান্না একদা
সকল সুরে !

এল বসন্ত,—হিমকুজ্ঝটি গেল টুটি' টুটি',
বহিল ধীরে
দখিনা মলয় কানন ঘিরে !
কচি পল্লবে কিশলয়ে ফুলে
তরুলতা তৃণ ওঠে দুলে দুলে !

নব ফাগুনের উৎসব ঘটা
হিয়ার তীরে !
কুসুমে কুসুমে বরনের ছটা
ফুটিল ধীরে !

ঘন মাধুর্যে পুরিল হৃদয়,—প্রাণ তন্ময়
অমৃত রসে।
স্বরগের সুধা পরানে পশে !
এলো আনন্দ সুন্দর বেশে,
সোনার কাঠিটি ছোঁয়াইল হেসে,—
চিরনিদ্রিতা পাতাল-বালার
সুপ্তি খসে,—
প্রেম-প্রসূনের বরণমালার
পরশ রসে।

ভ্রষ্টলগ্ন

হে বিদ্রোহি ! আজ এলে নতশির নতজানু হয়ে
অসময়ে স্বস্তিবাণী লয়ে !
শান্তির পতাকা হেরি প্রসারিত তব শুভ্রকেশে,
আসিয়াছ শান্ত নম্রবেশে ।
যৌবন তাণ্ডব তব অন্তর্হিত উন্মত্ততা সহ,
জীবনের শূন্যপুরী হইয়াছে বুঝি বা দুর্বহ,
করে লয়ে সন্ধিলিপি প্রত্যাগত আজি তুমি সেথা,
—একদিন আসো নাই যেথা !

স্বেচ্ছায় উপেক্ষাভরে ত্যজেছিলে এ সাম্রাজ্যভূমি,
প্রত্যাখ্যান করেছিলে তুমি
প্রিয়ার সহজপ্রেম, সুন্দর প্রাণের স্নিগ্ধনীড় !
যে-হাটের হট্টগোল ভীড়
তোমারে করিয়াছিল বিমোহিত কোলাহলে তার,
উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসের সে-প্রমত্ত উন্মাদনা ভার
জীর্ণচীর সম তোমা ত্যজি' আজ গেছে দূরে স'রে
জীবনেরে ব্যর্থতায় ভরে' !

তোমার বসন্ত নিঃস্ব হয় নাই আজো ?—হতে পারে।
—এসেছ কি তাই মম দ্বারে ?
অনাদরে অপমানে গেছে চলে আমার ফাগুন,
বৈশাখের জ্বলন্ত আগুন
ছায়াহীন এ’ জীবন-প্রান্তরে বর্ষিছে খর-দাহ।
—হে বঞ্চিত ! ভোগক্লান্ত ! হেথা এসে এবে তুমি চাহ
অতীতের সেই স্নিগ্ধ সুশীতল প্রেমামৃত বারি ?
কে জানে সন্ধান আজ তারি ?

একদা মন্দিরে মম এসেছিল বসন্তের রাতি !
সুরভি আকুল শত বাতি
জ্বলেছিল জীবনের পুষ্পাকীর্ণ সুরম্যবাসরে।
—সেদিনের আনন্দ-আসরে
তোমারি লাগিয়া পাতা হয়েছিল রাজ-সিংহাসন।
করে বরণের মাল্য কণ্ঠে মুগ্ধ প্রেম-সম্ভাষণ
আমি ছিনু অর্ঘ তব অষ্টাদশ বসন্তের ফুলে
নিবেদিত ও-চরণমূলে।

কতবার ষড়ঋতু বিবিধ কুসুমগন্ধে ছাওয়া
বৃথাই করেছে আসা-যাওয়া !
আমার অশ্রুর বাষ্পে ম্লান হয়ে গেছে চন্দ্রালোক,
আনন্দ ছেয়েছে তীব্রশোক।

আশার মঞ্জরী মোর বৃন্তচ্ছিন্ন হয়েছে প্রাতেই,
নিঃসঙ্গ করেছি যাত্রা তন্দ্রাহীন তিমির রাতেই,
বন্ধুর এ পথে মোরে তুমিই দিয়েছ বন্ধু ঠেলে ;
—এত কাল পরে আজ এলে !!

মধুঋতু ব্যর্থ মম। অকালেই এসেছে নিদাঘ,—
অগ্নিতপ্ত তার তীব্ররাগ
দগ্ধ করিয়াছে দেহ। কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা ঘোর
বিধ্বস্ত করেছে মন মোর।
নব তপস্যায় আজি বসিয়াছি দীপ্ত সূর্য শিরে,
পঞ্চাগ্নির হোমকুণ্ড জ্বলিতেছে চারিপার্শ্ব ঘিরে,
হেথা নাই শীতলতা, প্রীতির আশ্রয় কিছু নাই,
—পুড়ে সব হইয়াছে ছাই।

তোমার আমার যাত্রা একলক্ষ্যে আজি আর নহে !
ভিন্নমুখে চলেছি উভয়ে !
চলে বিপরীত দিকে দুইখানি জীবনের রথ,—
নির্বাচিয়া নিজ নিজ পথ।
তবুও বিশুষ্ক আঁখি আজো মোর ভরে আসে জলে,
একদা চেয়েছি যারে তারেই ফিরাতে হ'ল বলে !—
দুর্লভ বল্লভ মম দ্বারে এল অকিঞ্চন-বেশে,—
আমার প্রেমের মৃত্যুশেষে।

হয়তো এ স্মৃতি মোর জীবনের শূন্য শুষ্কপাতে
কোনও চৈত্র-পূর্ণিমার রাতে,
ঝিল্লী মুখরিত কোনও কেয়াগন্ধী আষাঢ়ের সাঁঝে
হয়তো বা উদাস অকাজে
রচিবে বিচিত্রলিখা নবরসে নব বর্ণজালে !
কোনও এক নিশান্তের সুপ্তিশেষে অস্ফুট সকালে
তোমার নিরাশা-ম্লান আঁখি দু'টি স্মরণে ফুটিবে,
—মৃতপ্রাণ সঞ্জীবি' উঠিবে ।

নর ও নারী

তোমার কর্মের ক্ষেত্রে আছ যেথা অহরহ মাতি,
ব্যস্ত মন ন্যস্ত নিজ কাজে !
হে বন্ধু, সেথায় তুমি কর নাই মোরে তব সাথী
ডাকো নাই সে-ভুবন মাঝে।
আননে বুদ্ধির দীপ্তি, ললাটে চিন্তার দিব্যরেখা,
দুর্জ্ঞেয় সন্ধানে যবে যোগীসম মগ্ন রহ একা,
জটিল সমস্যা মাঝে সমাহিত সেই মূর্তি দেখা
কী মোহ সে কিছু জানিনা যে !

হে জ্ঞানি ! তোমার জ্ঞান কর্ম মাঝে সমন্বয় লভি'
রচে যেথা ধ্যানলব্ধ ফল,—
সেথা তো আপনি তুমি দেখ নাই আপনার ছবি,
অপরূপ সে রূপ উজ্জ্বল !

দুর্গম সুদূরতীর্থে মন্দিরের রত্নবেদী 'পরে
দূর হতে দেবতারে দেখেছ কি ক্ষণেকের তরে ?
দেখেছ সূর্যের দীপ্তি দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে ?
চিত্ত তাহে হয়নি বিহ্বল ?

দূর হতে শ্রদ্ধাভরে সবিস্ময় গরব-গৌরবে
সসম্ভ্রমে করি নমস্কার !
সমস্ত হৃদয়খানি ভরি ওঠে সৌভাগ্য সৌরভে
উথলে পুলক-পারাবার !
তোমার সকাল সন্ধ্যা রূপে রসে বর্ণে গন্ধে গানে
সুন্দর করি যে আমি, প্রাণের পরমামৃত দানে,
প্রহরের খরদাহ জুড়াইতে এসো এইখানে
সার্থকতা সেই তো আমার !

হেথায় যখন থাকো প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণে
সে রূপ একান্ত মম চিনা !
প্রশান্ত মুরতি তব ভরি রহে আনন্দ-কিরণে
মুহূর্ত চলে না আমা বিনা !
সন্ধ্যায় সুখের পাত্রে পূর্ণ হয় মাধুর্যের ভার,
মর্মের গোপন হর্ম্যে মুক্ত করি দাও রুদ্ধদ্বার,
সেখানে কেবল শুধু তুমি আমি,—কেহ নাহি আর
ধরণী বাহিরে রহে দীনা !

৩০

কাছে এলে ভালবাসি, কাছে পেলে সুনিবিড় প্রেমে
নিবেদিয়া ধরি মোর সব !
দূর হতে শ্রদ্ধাভরে লভি তব দীপ্যমান ক্ষেমে,
—মনে হয়, তুমি সুদুর্লভ !
জীবনপ্রাঙ্গণ তব সুদূরবিস্তৃত,—তারি মাঝে
আমারে আননি টানি জনতার কোলাহলে কাজে,—
দিয়েছ সেথায় ঠাঁই, যেথা তব সুখ দুখ রাজে ;—
—সেই মম চরম গরব ।

উদ্বোধন

ওঠো নারি, বিশ্বরমা, অন্ধ-সিন্ধুতল তেয়াগিয়া
কল্যাণীর বেশে,
নয়নে অমৃত-উৎস, কক্ষে সুধাভাণ্ড ভরি নিয়া
এসো স্নিগ্ধ হেসে।
আজি যে নিখিল-নর তপ্ত-মরু জ্বালা বহি প্রাণে,
আকণ্ঠ-পিপাসা লয়ে সকাতরে তোমারে আহ্বানে,
হে কল্যাণী, প্রাণ-পাত্র ভরো ভরো প্রেম-সুধা দানে
তৃপ্ত করো তৃষা,—
জীবনে নির্মল উষা ফুটুক্ তোমার দিব্যগানে
টুটি অন্ধ-নিশা।

এসো সুকল্যাণী রূপে সমুজ্জ্বল সিন্দুরের টীকা
আঁকি নম্র-ভালে,
অন্ধকার গৃহপ্রান্তে জ্বালাও মঙ্গলদীপ-শিখা
নিত্য সন্ধ্যাকালে।
ঘন স্নেহে আমন্থর স্নিগ্ধ তব হৃদয়-সমীর
জুড়াইয়া দিক্ আজি নিখিলের দাহতপ্ত-শির ;
নরের ক্রন্দন
নিমেষে হউক স্তব্ধ। তব চিত্ত অমরাবতীর
লভি' নিমন্ত্রণ।

জাগো জাগো হে সাবিত্রি, বাঁচাও স্বল্পায়ু স্বামী তব,
সমাগত যম !
নয়নে নামিছে তার মরণের আঁধার নীরব
স্তিমিত নির্মম !
প্রদীপ্ত-সতীত্বতেজে ওগো দৃপ্তা ! মৃত্যুরে জিনিয়া
শমনের পাশ হতে আনো আনো প্রিয়রে ছিনিয়া,
হে নারি সবিতৃকন্যা ! জেগে ওঠো আপনা চিনিয়া
বিশ্বে সব খানে।
সঞ্জীবিত করো দেবি অটুট অন্তর-শক্তি নিয়া
মৃত-সত্যবানে।

স্বেচ্ছায় ভিক্ষুর কণ্ঠে রাজপুত্রী বরমাল্য দিবে
ত্যজি রত্ন-হেমে,—
হে দক্ষদুহিতা, আজি সন্যাসী শ্মশানচারী শিবে
লহ বরি' প্রেমে।
সকল গঞ্জনা গ্লানি তুচ্ছ করি বাধাবিঘ্ন শত
নির্বাচিয়া লহ পতি, হে অপর্ণা ! নিজ মনোমত ;
তেজস্বিনি অয়ি !
দশ-মহাবিদ্যা রূপে মহেশে চরণে করো নত,
দৃপ্ত-শক্তিময়ি !

সত্য শিব সুন্দরের অপমান ঘটে বিশ্বে আজ
—এসো এসো সতি !
ত্রিনেত্রে প্রদীপ্ত-বহ্নি, হস্তে শূল, ভৈরবীর সাজ —
এসো ভগবতি !
অশিবের অন্যায়ের অসত্যের প্রতিবাদ তরে
জীবন উৎসর্গি দাও শিবহীন-যজ্ঞ পণ্ড করে'
আত্মভোলা আশুতোষ যেন মহারুদ্র রূপ ধরে
মথি মিথ্যা-যাগ,—
অভিজাত-দম্ভ দমি' ভূতনাথ আহরে স্বকরে
যজ্ঞ প্রাপ্যভাগ।

হস্তিনার সভাতলে পৃষ্ঠে লয়ে মুক্ত-মেঘবেণী —
সরোষ নিঃশ্বাসে
ভীষণ প্রতিজ্ঞা পুনঃ নির্ঘোষি উচ্চার' যাজ্ঞসেনি,
জ্বলন্ত-বিশ্বাসে।
নারীত্বের অপমান ঘটাল যে-নীচ দুরাচার
তার তপ্ত রক্তরাগে বিরচিবে বেণী পুনর্বার,
পশুরে সংহারি
কুরুক্লিষ্ট আর্যাবর্তে আন গর্ব বীর-দয়িতার,
হে পাণ্ডব নারি !

নিখিল-নরের চিত্তে অপূর্ণতা যাহা কিছু আছে—
ক্ষোভ মনে মনে ;
হে নারি, তোমারি দ্বারে পূর্ণতার তৃপ্তি তারা যাচে
বিশ্ব-আবর্তনে।
শুধু কন্যা মাতা ভগ্নী শিষ্যা দাসী সখী তুমি নহ,
আরো কিছু—আরো কিছু—ধ্বনি ওঠে বিশ্বে তৃষাবহ,
আপন স্বরূপে জাগি নিখিলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহ
সঞ্চারিয়া প্রাণ ;
আনন্দ জীবন রস দীপ্তি তৃপ্তি বিশ্বে বহি লহ
প্রকৃতির দান।

মন-মর্ম্মর—

আমার জীবন-বীণা বাজুক তোমার করপুটে
রঙ্গে অহরহ !
সকরুণ-সুররাগে পড়ুক ঝরিয়া টুটে টুটে
দুঃখ যা' দুঃসহ !
ঝঙ্কারি উঠুক্ নিত্য চিত্ত ভরি বিচিত্র ভৈরবী
নব-আশাবরী !
ফুটুক্ মর্ম্মের গীতি, প্রীতি-সুমধুর স্বপ্নচ্ছবি,
—কল্পনা-মঞ্জরী !

প্রভাতের পুষ্পবনে স্নেহস্নিগ্ধ শিশির-সম্পাতে
ফুটে ওঠে কলি !
অরুণ আলোক-রাগে জাগে ধরা নব-চেতনাতে
নিশা-সুপ্তি দলি' !
অশ্রুগর্ভ সর্ব গ্লানি গর্বহীন ব্যর্থ-ব্যথা যত
অকৃতার্থ শোক,
হে মোর দেবতা ! তব জ্যোতিঃস্পর্শে কুহেলির মত
অন্তর্হিত হোক্ ।

জীবন-আকাশে প্রাণ ক্ষণ-দীপ্ত খদ্যোতেরি প্রায়
চমকি মিলায় !
অজ্ঞাত স্রোতের ফুল তীর হতে তীরে ভেসে যায়
লহরী-লীলায় !
তারি মাঝে নরনারী প্রেম-স্বর্গ রচে ধরণীতে
—কত অশ্রু হাসি !
মৃত্তিকার মর্ত্যতলে মৃত্যুময়ী মায়া-সরণীতে
ভালবাসাবাসি !

এই স্বপ্নকালে তবু ষড়ঋতু অঞ্জলি ভরিয়া
ষড়ৈশ্বর্য আনে !
অরণ্যে অরণ্যে পড়ে অমরার অমৃত ঝরিয়া
বিহঙ্গের গানে ।
গিরিগুহা-গৃহ টুটি ছুটি' চলে কল্লোলিনী নদী
নৃত্যরস ধারে !
প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা নিশীথিনী সাজে নিরবধি
রূপ-রত্নহারে ।

দিগন্ত-সীমন্তে যবে দিনান্ত পরায় ধীরে এসে
গোধূলি-সিন্দুর,—
সন্ধ্যার সলজ্জ-ছায়া আসে নেমে নববধূ বেশে
—আসন্ন-ইন্দুর
অনিন্দ্য রজত-আভা হাসে যেন তরঙ্গিনী বুকে
সঙ্কোচে শিহরি' ।
বনান্তে বসন্ত বায়ু ফুলধূলি উড়ায়ে কৌতুকে
সঞ্চরে বিহরি !

আমারো সায়াহ্ন লগ্ন কোনোদিন এই সন্ধ্যাসম
হবে কি মধুর ?
নবজনমের দূত যবে আসি বার্তা দিবে মম
পরাণ-বঁধুর !
অগণ্য-আরতি দীপে দিবসের বিরহ ভুলাবে
নক্ষত্র কিরণ।
জীবনের দাবদাহ নিবারিয়া চামর ঢুলাবে
মৃত্যু-সমীরণ !

যাঁর স্নেহ-সুধারসে তৃপ্তি লভি অন্তরে আমার
তীব্র-পিপাসায়।
জাগ্রতের জ্বালাময় দীপ্ত দুঃখ থাকি ভুলে যাঁর
না-বলা ভাষায় !
অদৃশ্য যাঁহার রূপে মানস নয়ন মুগ্ধ মোর
জন্ম জন্ম ভরি !
তাঁরি করে যেন সর্ব দুঃখ সুখ ব্যথা অশ্রুলোর
সমর্পণ করি !

জনশূন্য প্রান্তরের দিশাহীন বিস্তৃতির মাঝে
সন্ধ্যার তিমিরে,—
পদ চিহ্ন আঁকা পথ ক্ষীণরেখা কোথায় বিরাজে
অন্বেষিয়া ফিরে
দিগ্‌ভ্রান্ত পান্থ যথা অচেনা প্রবাসে সঙ্গীহান ;
—তেমনি জগৎ
অনাদি অনন্তকাল সন্ধানিছে হেথা রাত্রিদিন, —
—‘কোথা ধ্রুব-পথ !’

মেলেনি উদ্দেশ আজো, আজও যারে কেহ নাহি চিনে,
—জানে শুধু্ নাম !
পরমরহস্যময় অপার্থিব সেই বন্ধু বিনে
বৃথা বাঁচিলাম !
সেই সে না-পাওয়া লাগি অহরহ ঝ্রিছে পরাণ
শূণ্যতারি মাঝে ।
জীবন-বাঁশীতে মোর উদাসীর অশ্রুভরা গান
রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে ॥

—মৃত্তিকালোক—
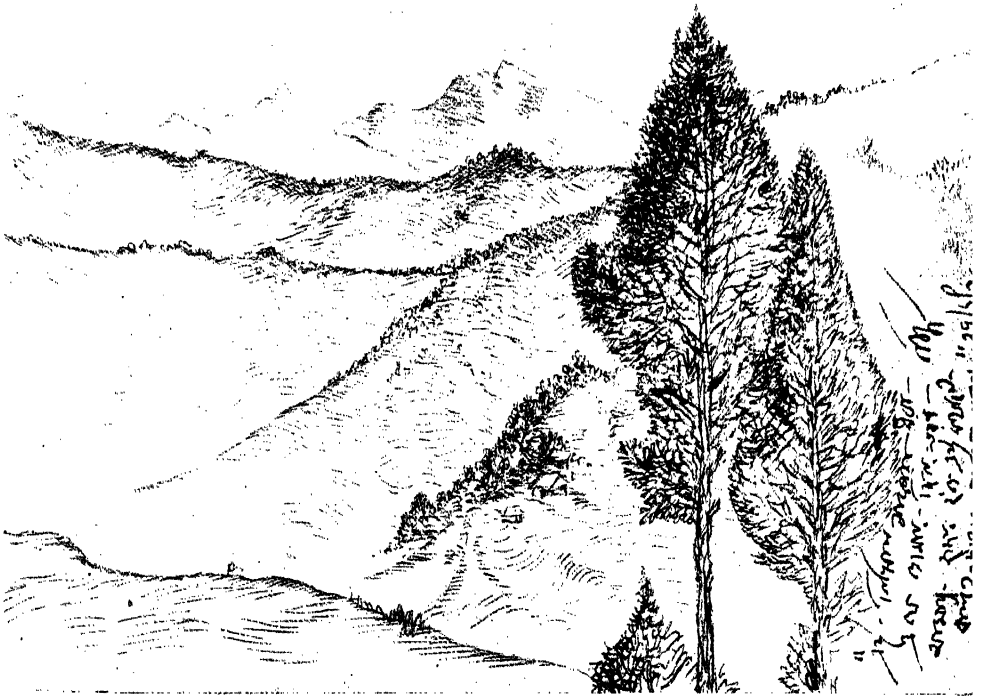
ী—শ্রীনন্দলাল বসু

"এই যে নিখিল আকাশ ধরা
এযে তোমায় দিয়ে ভরা
আমার, হৃদয় হতে এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।"

—গীতাঞ্জলি—

প্রতীক্ষা

অনাগত উষা আসন্ন—জ্যোতিরাগে
সুপ্তবিহগ চকিত কূজনে জাগে।
তরুণ ভানুর প্রথম পরশ লাগি
উৎকণ্ঠিয়া ওঠে অরণ্য জাগি,—
নব আলোকের প্রেম-আশ্লেষ মাগি
নিথর-পবনে সঘন-কাঁপন লাগে।

কাহার ধেয়্যানে স্তম্ভিত মূক ধরা
জপে মনে মনে—'এসো এসো তুমি ত্বরা'!
বিহ্বলা-নদী কোন্ প্রত্যাশা ভরে
স্বপনশয়নে কথা কয় মৃদুস্বরে,
নিভিছে নীরবে নীহারিকা নভ 'পরে
সাজে কমলিনী গোপনে—স্বয়ম্বরা!

এসো এসো বীর আঁধার-দুর্গ ভেদি'
তব কার্মুকে জড়-তমসারে ছেদি'।
বক্ষ পাতিয়া রয়েছে গগন-পথ
কখন আসিবে স্বর্ণঅরুণ-রথ!
অরাজক ভুমে এসো সম্রাটবৎ
ঝলুক্ কালোতে আলোর কনকবেদী।

পার্বতী-পূর্ণিমা

১

জয়ন্তী পাহাড়ে চাঁদ ধীরে ধীরে উঁকি দিল এসে,
নিঝুম পাইন-বন সহসা উঠিল মুগ্ধ হেসে !
নিঃশব্দ-আবেগ তার অপরূপ আনন্দইঙ্গিতে
মূর্ত হলো পত্রে পত্রে,—ভাষা'গীত সৌন্দর্য সংগীতে।
শীর্ণ সরু পত্রজালে জ্যোৎস্নার রূপালী রশ্মিধারা
ঝলসি' উঠিল যেন চূর্ণ চূর্ণ হীরকের পারা।

বৈশাখীপূর্ণিমা-চাঁদ লক্ষ্য ভুলে গিরিশৃঙ্গ পথে
হারায়ে ফেলেছে আজ আপনাকে। তারার সংগতে
কী রাগে গাহিছে গান মেঘমুক্ত স্বচ্ছ নীলাকাশ
অপূর্ব অশ্রুত স্বরে !—শিহরিছে বনের বাতাস।

সে-সংগীত ধ্বনি যেন পশিয়াছে মর্ত কিনারায়
নিরজন-শৈলশিরে,—দেওদার পাইনের ছায়ে।
শব্দহীন সে-সংগীতে শৈলে শৈলে নির্ঝরিণী কুল
অধীর আনন্দাবেগে ফেন-নৃত্যে উন্মত্ত ব্যাকুল।

২

কুসুমিত তরুচ্ছায়ে শ্যামস্নিগ্ধ আপেলের বনে
পত্র-ঘন শাখে শাখে আঁধারের চিকণ-লিখনে
জ্যোছনার ভূর্জপাতে ছায়া-কালো অক্ষরের শ্রেণী
কে যেন লিখিছে বসি'। বনপুষ্প-প্রসাধিত বেণী
এলায়ে পড়েছে তার গিরিগাত্রে। তাহারি নিঃশ্বাস
সুরভি-মদির করি তুলিয়াছে পার্বত্য বাতাস।
পাইন পল্লবজাল তারি প্রেমে মর্মরায়মান ;
কমলালেবুর বনে অন্ধ বায়ু গাহে তারি গান
সুতীব্র মধুর গন্ধে।—সৌরভ অঞ্জলি ঊর্ধ্বে ধরি
ছুঁড়িয়া ছড়ায়ে দেয় লাভ ক্ষতি ভাবনা বিস্মরি'।

হে শুক্লা বৈশাখী-সন্ধ্যা! ওগো মুগ্ধা পৌর্ণমাসী নিশা!
অনবদ্য রূপ তব পূর্ণ যৌবনের জ্যোতিঃ মিশা।
উর্বশী কি তিলোত্তমা ক্লান্ত কি হয়েছে স্বর্গসুখে ?
জ্যোছনার ছদ্মে তাই ঝাঁপায়ে পড়েছে গিরি বুকে
আজি সন্ধ্যাকালে। এই পুষ্পাকীর্ণ শ্যাম-শৈল শিরে
স্বর্গের সৌন্দর্য সুধা পূর্ণস্রোতে বহে এলো কি রে!
নির্ঝর-কল্লোলে যেন শুনি তারি হাস্য-কলোচ্ছ্বাস!
তাহারি লাবণ্যধারা প্লাবিয়াছে আকাশ বাতাস ;
প্লাবিয়াছে বন, গিরি, শ্যাম উপত্যকা, উৎস, নদী,
দৃষ্টির সম্মুখ হ'তে অন্তরের অন্তঃপুর'বধি!

শারদ প্রকৃতি

স্বচ্ছ সুনীল শান্ত আকাশে নিতল নয়ন জাগে,—
স্নিগ্ধ হাসিটি বিকশি' উঠেছে শিশির-আর্দ্র ফুলে।
রক্তকমল হংসমিথুন-চিত্রিত অঞ্চলা
নির্মল-নীর নদীর বসনে আবরি' সোনার তনু
শারদলক্ষ্মী এলো !—

কক্ষে কাঁপিছে ধান্যের ঝাঁপি শস্য উছল খেতে।
নব-রবিকর-গলিত কনকে প্লাবিত চরণতল।
অস্ত-ভানুর গোধূলি সিঁদুরে রচি' সীমন্ত শোভা,—
রজত-ধবল পেলব কোমল জ্যোৎস্নাবগুণ্ঠনে
শারদলক্ষ্মী এলো !—

চঞ্চল লঘু নির্বারি মেঘে ধ্বনিছে শঙ্খরোল ;
ভোরের শুভ্র অভ্র ভরিছে প্রভাতী পাখীর সুর।
চ্যুত-শেফালির আলিপনা ঘেরা শ্যাম তৃণ অঙ্গনে
চারু-চরণের চিহ্ন আঁকিয়া ধীর পদ-সঞ্চারে
শারদলক্ষ্মী এলো !—

শিথিল মুঠিতে কাশ-মঞ্জরী চিকন চামর দুলে।
কোমল কণ্ঠে স্থল-কমলের কমনীয় ফুলহার!
কবরী আবরি' করবীগুচ্ছ কুসুমিত কুরুবক,
অতি সুন্দর অতসী বলয়ে বাহুবল্লরী বেড়ি'
শারদলক্ষ্মী এলো!—

চরণ-পদ্মে রক্তজবার নব অলক্ত রেখা,
স্বর্ণ নূপুর নিক্কণ শুনি শিশুতরু মর্মরে!
সাগরে শৈলে প্রান্তরে বনে বিথারি' বর্ণ বিভা,
দিগ্‌দিগন্ত দীপ্ত করিয়া দিব্য প্রভায় আজি
শারদলক্ষ্মী এলো!—

শারদ প্রতিমা

ভিখারী চলেছে আগমনী গেয়ে পথে,
ব্যাকুল বিহ্বল হইল কঠিন হিয়া !—
নীলাকাশ তলে নীলকণ্ঠের সারি
উড়িয়া চলিল দূর হতে বহুদূর,—
ওগো বল কার লাগি' ?—

না টুটিতে নিদ, নহবতে সকরুণ
ভৈরবী সুর ভেসে আসে যেন কাণে !
ভুবন ভুলানো মধু মূর্ছনা তানে
ভোরের স্বপ্ন ভেঙেও ভাঙে না আজ !
বল কেন ? ওগো কেন ?—

আকাশে বাতাসে বোধনের বাঁশি বাজে,
ঢাকে ঢোলে তোলে উৎসব কলরোল ;
হারান যুগের শৈশব-স্বপ্ন-বেলা
ক্ষণে ক্ষণে যেন মনে পড়ে অকারণ
কেন জানো ?—জানো ওগো ? -

চন্দন-ধূপ-গুগ্‌গুলু সৌরভে
চিরচেনা কোন্ বিস্মৃত স্মৃতি জাগে !
বিরহ-বিধুর হতেছে উদাসী মন !
মিলনোৎসুক অধীর উতল প্রাণ
ওগো বল কার লাগি' ?—

শারদলক্ষ্মী শরতে করিল ধনী
আলোকে পুলকে ঝলকে অলকা শোভা।
শারদলক্ষ্মী এল কি জননীরূপে ?—
বিশালবঙ্গ-উৎসবঅঙ্গনে
মঙ্গলা দেখা দিল ॥

গভীর নিশীথে

গভীর নিশীথে কান পেতে কভু শুনেছ তুমি
অন্ধকারের আকুল কান্না নিস্থৃতি তলে ?
স্তব্ধ আকাশে যখন কেবল তারারা জ্বলে,
অন্ধকারের মূক ক্রন্দনে গগন গলে,
অসীম শূন্যে মিশে যায় এই পৃথিবীভূমি !

গভীর নিশীথে অন্ধকারের গহন বনে
আঁখি পাখি দু'টি দিয়াছ কি ছাড়ি নিরুদ্দেশে ?
কি ফল আহরি' এনে দেছে তা'রা তোমারে শেষে ?
সে গহন হ'তে ফিরিয়াছে পাখি কেঁদে কি হেসে ?
অপরূপ কিছু পাওনি তখন মনের কোণে ?

গভীর নিশীথে উষ্ণ কোমল শিথানে শুয়ে
অন্ধকারেরে অনুভব তুমি করেছ নাকি ?
নিবিড় তাহার নিকষ প্রেমের গোপন রাখী
ঘুম-হারা রাতে পরানে পরিতে আছে কি বাকী ?
সকল ভাবনা চেতনারে সে কি যায়নি ছুঁয়ে ?

গভীর নিশীথে অন্ধকারের অতল নীরে
ডুবে কি তোমার মরিবার সাধ জাগেনি কভু ?
যাওনি কি ভুলে কাহারা ভৃত্য কাহারা প্রভু ?
নিচু উঁচু সব মিশে একাকার ;—ভেবেছ তবু
প্রভাত আলোয় এ অনুভূতিটি পাব কি ফিরে ?

গভীর নিশীথে অন্ধকারেরে প্রিয়ার মত
মুখের নিকটে মুখখানি অতি নিকটে এনে
বুকের মাঝারে পরম হরষে নেছ কি টেনে,
নিবিড় শীতল স্নিগ্ধতা তার দু'হাতে ছেনে
যাওনি কি ভুলে তপ্ত ধরার বেদনা যত ?—

গোপনচারিণী

অস্তরাগ-রম্য বিভা মৃদুচ্ছন্দে হতেছে বিলীন
কোটীবর্ণ-বিচিত্র আকাশে। হাসে ম্লান হাসি দিন।
রবি-রথচক্র-বহ্নি নিঃশেষিত শেষ শিখা সহ।
নামে শূন্যমনা সন্ধ্যা বক্ষে বহি বিপুল বিরহ!
নতনেত্রা, অন্তহীন বেদনায় স্তব্ধ শান্ত মূক,
মৌন ম্লান মূর্তি তার ব্যথাতুর করি তোলে বুক
কী যেন অজানা দুখে। উদার উদাস ভাবজাল
অজ্ঞাত রহস্যে ঢাকে অন্তরের দিক্‌চক্রবাল।
কোন্ মহা বিরহের ভাষাতীত তীব্র-অনুভূতি
জাগাইয়া তোলে মর্মে মিলনের নিবিড় আকূতি।
জীবনের দীপ্তিহারা সদ্যঃ পরিত্যক্তা বসুন্ধরা,
অরুণ বিচ্ছেদছবি তখনো অন্তরে তার ভরা—
দিগন্তে চাহিয়া আছে আদিত্য-পথের যেথা শেষ
এলায়ে পড়েছে পৃষ্ঠে বিহ্বল কুটিল কালো কেশ।

শ্যামলা তরুণী তন্বী তারি পাশে এলো ত্রস্তপদে,—
জোনাকি উঠিল কাঁপি কিশোরীর নীল পরিচ্ছদে।
কালো আঁখিপাতে ঝরে ঘনস্নিগ্ধ চাহনি গভীর,
উথলে হৃদয়তলে সংগোপন-বিরহ রবির।
আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত অভিসারে চলে,
উজল উদয়তারা সিঁথিমূলে ললাটিকা জ্বলে।
আধ আলো আধ-ছায়া রহস্য-জড়িতা মনোরমা,
লাজ ভয়ে আকুণ্ঠিতা প্রথম প্রেমিকা বধূ সমা
দিবা-নিশা সন্ধিক্ষণে সংগোপনে আসে ক্ষণতরে
সূর্যের বিলাসকক্ষে, সরম-সংকোচে দ্বিধাভরে !
পরশি' চুমিয়া যায় রবিরাগে আতপ্ত মেদিনী,
দিনান্তের অন্তরালে ভানুর না-দেখা প্রেমার্থিনী।

বাতায়নে

স্তব্ধ নেত্রে আছি বসে, চেয়ে দূর দিগন্তের পানে,
বিরাট প্রান্তর অন্তে আকাশের প্রান্ত যেইখানে
আনত করেছে তার আনীল নয়ন স্নেহভরে
সুস্নিগ্ধ সবুজবর্ণ মুঞ্জরিত শস্যক্ষেত্র 'পরে।

বরষার বারিধারে ধূলিধৌতা নির্মলা ধরণী
স্বর্ণ-রবি-কর স্নাতা সমুজ্জ্বলা হিরণ-বরনী।
স্ফটিক শিশিরবিন্দু ঝলকিছে লতা তরু তৃণে,
ফুটিয়াছে স্থলপদ্ম বিভাসিয়া বিজন বিপিনে।

প্রসারিছে ক্ষেত্রলক্ষ্মী শ্যাম স্নিগ্ধ শস্যের অঞ্চল !
ধান্যের মঞ্জরী শার্ষে দোলে বায়ু-তরঙ্গ চঞ্চল।
আঙিনার প্রান্ত হতে শেফালীর মৃদু গন্ধ আসে,
অতসী-স্তবক সম মেঘদাম বিক্ষিপ্ত আকাশে।

অদূরে বহিছে গঙ্গা, কূলে কূলে উছলিত তনু,
রঙিন কল্পনারাগে অন্তরে উদিছে ইন্দ্রধনু।
বাতায়নে আছি বসে বাজে কানে আগমনীসুর,
আনন্দে ব্যথায় আজি যুগপৎ অন্তর বিধুর।

নির্ঝরিণী

সলীল সলিল-লাস্যে অপরূপ রূপ বিভঙ্গিয়া,
লঙ্ঘিয়া লঙ্ঘিয়া
কঠিন বাধার পুঞ্জ, সুবঙ্কিম নৃত্যচ্ছন্দে মরি !
কোন্ নীল সাগরের অভিসারে চলেছ সুন্দরি !
কল্লোল শিঞ্জিনী ওঠে ঝনরণি' কৌতুকে চপল,
উপলে উপলে খালি করতালি হাসি খল খল ।
ওলো নৃত্যপটিয়সি ! আজি মম মুগ্ধ আঁখিতারা
পান করিয়াছে তব অভিনব লীলানৃত্য ধারা ।

তীরে গন্ধসার-তরু নোয়াইয়া পত্রঘন শির
কী কহে মির্মির সুরে থরথরি' কাঁপিয়া অধীর !
শুক্লাচতুর্দশী চন্দ্র গিরিশীর্ষে রচে কোন্ বাণী,
বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে রহে চাহি নিস্তব্ধ-বনানী ।
যৌবন উচ্ছলা ! তোর বক্ষে মূর্ছি পড়ে যবে শশী
জ্যোৎস্নার জোয়ার-ঊর্মি তরঙ্গিয়া ওঠে যে উচ্ছ্বসি' ।

রৌদ্র ও মেঘের লীলা অনামা ফুলের গন্ধ সনে
শৈলে শৈলে দিবাস্বপ্ন সারাদিন রচিছে নির্জনে।
ধ্যান-মৌন অচলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিখরে শিখরে
তোমার উল্লাসগীত প্রতিধ্বনি গম্ভীরে ঠিকরে !
রুদ্ধ গিরিগুহা টুটি' উৎসরূপে পাষাণের প্রাণ
শিলায় শিলায় মুগ্ধ আবর্তনে অম্বুতায়মান।
সুচির যৌবন-স্বপ্ন অঙ্গে তব, লো তন্বি নটিনি !
শাশ্বত বসন্ত মর্মে,—সিন্ধু-অভিসারিকা তটিনি !

কেতকী

রজনীর কালো অঞ্চলে ঝাঁপা দিন,
রিনি রিনি ঝিনি বাজিছে ধারার বীণ।
বনপথ পাশে কণ্টক ঝোপ আড়ে
গোপন গন্ধে পথিকের মন কাড়ে,—
গোপনচারিণী কেয়া—
বাদলে এসেছে বাহিয়া সুরভি-খেয়া।

বাদলে এসেছে বাহিয়া সুরভি-খেয়া,
কাজরীর সনে মিটাইতে দেয়া-নেয়া।
জাগে ভুঁইচাঁপা সিক্ত সবুজ ঘাসে,
করতালি দিয়ে পাগলা বাতাস হাসে,
—লেগেছে বিপুল দ্বন্দ্ব,—
কে জিনিবে আজি,—শব্দ অথবা গন্ধ ?

কে জিনিবে আজি—শব্দ অথবা গন্ধ ?
কেতকী কিংবা বারিধারা-ধ্বনি-ছন্দ ?
সরমে লুকাল গোলাপ গন্ধরাজ,
অতসী করবী মরমে মেনেছে লাজ,
—ক্ষোভে মালঞ্চ ম্লান,—
সুরভি-গরব আজি তার অবসান।

সুরভি-গরব আজি তার অবসান—
ভেঙেছে কনকচম্পার অভিমান।
উদ্যানে কারো গন্ধ-গরব নাই—
মানে পরাজয় বনবাসিনীর ঠাঁই।
ঘন সৌরভে তার—
ধরণী আকাশ বুঝি হল একাকার।

ধরণী আকাশ বুঝি হল একাকার।
ঘ্রাণপথ দিয়া প্রাণে পাই দেখা তার।
মেঘ ডম্বরু ধারাখঞ্জনী ছেপে
কেতকীর জয়গন্ধ উঠিল ব্যেপে
গগনের তীরে তীরে।
গহন শ্রাবণ গাহে তাই ফিরে ফিরে।

নগর বাহিরে

জনশূন্য মালঞ্চের ছায়াস্নিগ্ধ লতাকুঞ্জ নীড়ে
অস্ত যায় স্বপ্নাকুল দিনগুলি।
জনতার ভীড়ে
সংসারের কোলাহলে যেতে নাহি চাহে আর প্রাণ।
বনচারী বিহঙ্গের শুনি মিষ্ট মুক্তকণ্ঠ গান।
মুগ্ধ প্রজাপতি ওড়ে শতবর্ণে সুচিত্রিত পাখা!
ভোরের বাতাস বহে সদ্যফোটা ফুল-গন্ধ-মাখা।
সোনালী রৌদ্রের আলো ঝলমলে শ্যাম তরুশাখে!
গলে আকাশের নীল প্রিয়াহারা পাপিয়ার ডাকে।
মধ্যাহ্নের নীরবতা করে তোলে করুণ উদাস
ঘুঘুর কাতরধ্বনি, অব্যক্ত শোকের ইতিহাস—
ক্লান্ত ক্রন্দনের সুরে অশ্রান্ত গুমরি' যেন ফেরে—
দুঃসহ ব্যথায় দহি' সূর্য-কর-দীপ্ত দিবসেরে।

উড়ে যায় কত পাখি এই পথে লঘুপক্ষ মেলে!—
অজানিতনামা তরু অগণিত অগ্নিফুল জ্বেলে
আঙিনা করেছে রাঙা। তরুণ কদম্ব-বীথি পাশে
পুষ্পশয্যা রচে নিত্য শেফালিকা শরতের মাসে।

উদয় অস্তের লীলা পূরব পশ্চিমে মহোৎসব,
মেঘের বিচিত্র মায়া আলোকের অপূর্ব বৈভব
দু'টি মুগ্ধ আঁখি মেলি' অফুরন্ত করিতেছি পান।
শ্রবণ ভরিয়া শুনি অরণ্য-মর্মর মধু গান।
শ্যাম সমারোহে হেথা সৌন্দর্যপ্লাবিত চারিদিক ;
সুন্দরী সন্ধ্যার কেশে জ্বলে ওঠে নক্ষত্র মানিক !
করধৃত শুকতারা আসে উষা উজল বরনী !
ভোরের ভৈরবী সুরে নিত্য মম নব জাগরণী ॥

নীল আকাশ

মেদুর মেঘের ম্লান ধূসর গুণ্ঠনখানি খুলি
নির্মল মাধুরী মুগ্ধ আনন্দিত নীলআঁখি তুলি
কে তাকালো ধরা পানে এ'সুন্দর শারদ প্রভাতে ?—
রবিকর-বিরহিণী অশ্রুম্লানা ধরিত্রীর সাথে
হলো দৃষ্টি বিনিময় প্রেমপূর্ণ পুলক-ভঙ্গীতে।
মুহূর্তে উঠিলো রণি' প্রত্যাসন্ন আশার সঙ্গীতে
শোকাচ্ছন্ন বসুধার নৈরাশ্যের নিরুজ্জ্বল দিন ;
শরতের শুভস্পর্শে জ্যোতির্ময় হ'ল সে নবীন।
স্বচ্ছ নভো নীলিমায় নব রৌদ্র ভাতিল উজ্জ্বল,
নীলাভ্র ভৃঙ্গারে যেন স্বর্ণ সুরা করে টলমল।

শিশির বিন্দু

নিশান্তে পথের প্রান্তে শ্যামশষ্প তৃণ-শীর্ষে দুলি'
নিঃশব্দ উল্লাসে খেলে উতরোল কচি শিশুগুলি !
পল্লবিত শাখে শাখে সদ্যঃ ফোটা ফুল্ল ফুলদলে
সপ্তবর্ণ রত্ন আভা বিকীর্নিয়া হাসে কুতূহলে।
ধরণীর শ্যামবক্ষে কে পরালো লক্ষ মোতিহার ?
সুস্নিগ্ধ শীতল তনু খরোজ্জ্বল—তবু সুকুমার।
নিশার অলকচ্যুত অমরাবতীর জ্যোতিঃকণা
শিশির-নীহার-হারে মর্তে যেন দিল আলিপনা !

শিউলি ফুল

মূর্তিমতী মায়া তুমি,—শরতের হে শেফালি ফুল !
স্নিগ্ধ সকরুণবাসে চিত্ত করো বিধুর ব্যাকুল।
হারানো বন্ধুর লাগি হৃদয়ে আকুল ব্যথা জাগে !
অকারণে সকরুণ বিরহবেদনা মর্মে লাগে।
শীতল শিশির-সিক্ত শুভ্রতনু তাই কিগো ঝরে
না-পাওয়া বঁধুর লাগি রাত্রিশেষে মৃত্তিকার 'পরে ?
সলজ্জ-সৌরভে তব কৈশোরের সুখস্বপ্নাভাস,
উদাসীর চিত্তে যেন অতীতস্মৃতির দীর্ঘশ্বাস।

সোণালী রৌদ্র

বারিসিক্ত বনানীর সাশ্রুনেত্রে কে ফুটালো হাসি ?
অদৃশ্য বীণায় কার হিরণ্ময় সুর আসে ভাসি ?
ধনীর প্রাসাদচূড়ে দরিদ্রের জীর্ণ আঙিনায়
সমান দাক্ষিণ্যভরে স্বর্ণধারা কে আজি বিলায় ?
মাঠে ঘাটে নদীস্রোতে তালিবনে নারিকেল-শিরে
ঝিকিমিকি নৃত্যে কেবা নব-রবি-বার্তা লয়ে ফিরে ?
সোনালী শারদ রৌদ্রে মাধুর্যের মুক্ত সঞ্চরণ,—
কনক-কিরণ রাগে ধরিত্রীর কান্তি-প্রসাধন।

স্থলপদ্ম

গোলাপেরো রূপগর্ব টুটায়েছ কঠিন আঘাতে,
হে থলকমল রাণি ! তোমার সুন্দর নেত্রপাতে
কানন-লক্ষ্মীর অঙ্গে উথলিল লাবণ্যের ধারা
ঈষদ্‌রক্তিম রাগে,—লজ্জানতা নবোঢ়ার পারা ।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্পভারে আশ্বিনের অঙ্গরাগ করি
সবুজবনের বক্ষে বর্ণ-বন্যা এনেছ সুন্দরি !
অরুণ-অধরস্পর্শে তোমার কপোল হল লাল,—
মৃত্তিকার পদ্ম নাম তাইতো পেয়েছ চিরকাল ।

কাশবন

বলাকার পক্ষ সম লঘু মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ,
তারি সনে শ্যামাঙ্গনে কে রচিল শ্বেত অনুপ্রাস ?
দুরন্ত প্রাবৃটে যেন প্রেমডোরে করিয়া বন্ধন
সবুজ মেদিনীতলে সহাস্য উছল কাশবন ।
কার্পাস-কেশর কোটি স্তবকে স্তবকে ওঠে দুলি,
যেন ঊর্মি ফেণারাশি মত্তহাসি উঠিতেছে ফুলি ।
শান্তির পতাকা শুভ্র সহস্রশিখায় মাঠে ওড়ে !
শরতের আগমনী উল্লাসে জানায় করযোড়ে ।

শরৎ-শর্বরী

বেদনাকাতর অন্তরতলে ছিল
যে ব্যথা-মুকুতা শুক্তির বন্ধনে,—
চুণি' চুণি' সেই দুর্লভ মোতি, দিল
কে গো মালা রচি অনুভূতি চন্দনে ?
গভীর গহনে যে ফুল গাহিয়া গান
বিকায়েছে তার সুন্দরতর প্রাণ,—
লোক লোচনের ছিল যারা অগোচরে—
কোন্ সন্ধানী তাদের এনেছে ঘরে ?—

চির অনাদৃত ঘৃণিত জনারে ডেকে
সবাকার মাঝে যে দিল সহজ ঠাঁই,
ঝরে আঁখি যার আর্ত পশুরে দেখে
কোনো মানুষেরে ক্ষুদ্র যে মানে নাই।
পতিতেরও মাঝে প্রাণের ঠাকুর জাগে
সবারে এ বাণী শুনাল যে অনুরাগে,—
দলিত-মানবে যে দিল নিবিড় স্নেহ,—
তারি প্রেম-দীপে দীপ্ত বাণীর গেহ !

বুকে তুলে নেছে ধূলায় ধূসর যারা,
স্খলিত মণিরে কুড়ায়ে গেঁথেছে হারে !
পাপের পঙ্কে প্রোথিত দেবতা তারা
প্রেমের আলোকে দেখাল যে বারেবারে !
রূপ-যৌবন বিদ্যা-বিভব-মান
চিত্তনিকষে সবি হয়ে গেল ম্লান,
প্রাণবান্ যারা অন্তরধনে ধনী
মানবতা-পীঠে তাদেরি লইল গণি’।

নারীহৃদয়ের নবীন শিল্পী সে যে
জানে সে নারীর বিচিত্রতর মন ;
সমাজ-সীমার শীর্ণ পরিধি ত্যেজে
উদার সত্যে করেছে সে আবাহন।
জঞ্জাল বলি দিনু যা জলাঞ্জলি,
নিখিল যাহারে গেল চলি পায়ে দলি
মূল্য তাদের কেবা প্রকাশিল আজি ?
পথের ধূলায় লুটায় রত্নরাজি !

গিরিবসন্ত

উপল-ব্যথিতা নদী, স্বচ্ছ নীল নীরে
সঞ্চরে চঞ্চল মীন। ছায়াচ্ছন্ন তীরে
চরে নম্র গাভীদল শ্যামতৃণ 'পরে।
স্বর্ণাভ সবুজ ক্ষেত শোভে স্তরে স্তরে
ধূসর গিরির গাত্রে। অসম বন্ধুর
নির্জন প্রান্তরে কাঁদে উদাসীর সুর।
অফুরন্ত ফুল-দোল উদয়াস্ত চলে
মহুয়া পলাশ শাল কিংশুক মণ্ডলে!
আম্র মুকুলের গন্ধে বাতাস বিধুর!
গোধূলি পরায় যেন রক্তিম সিঁদুর
সন্ধ্যার সীমন্ত ঘিরে দূর শৈলচূড়ে।
বাজে বসন্তের বেণু অরণ্যানী জুড়ে।
পার্বত্য-ফাল্গুন দিন—মনের আকাশে
স্বপ্নময় বিহ্বলতা বহে নিয়ে আসে।

"মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়—"

জীবনকুঞ্জের দ্বারে হানে কর মৃত্যু বারে বারে
আমারে সে চায় !
কায়াশূন্য ছায়া তার ক্ষণে ক্ষণে যেন অন্ধকারে
ত্রস্তে সরে যায় ।
শ্রবণে ঘর্ঘরে তার আগমনী রথচক্র-ধ্বনি—
বাজে বজ্র-ভেরী ।
সচকিত চিতে ভাবি লইবারে এল কি এখনি ?
—নাহি তবে দেরি ?

অসংখ্য সুদীর্ঘ নিশা যাপি একা তন্দ্রাহীন আঁখি
নিত্য ক্লান্তি ভরে !
তাহারি প্রতীক্ষা লয়ে প্রতিক্ষণে পথ চেয়ে থাকি
বিমুখ অন্তরে !
নিয়ত সম্মুখে হেরি অবিরাম দুর্ধর্ষ সংগ্রাম
জীবনে মরনে,
আশংকা উদ্বেগভরে ভগ্নতনু মাগিছে বিশ্রাম
স্রষ্টার চরণে ।

দিগন্তে গোধূলি লগ্নে অস্তরাগে জাগে বর্ণচ্ছটা
শান্ত নদী তটে,
আচম্বিতে ঢাকে তাহা কাল বৈশাখীর ঘনঘটা,—
ধৌত নভ-পটে
পুষ্পশুভ্র বলাকার শ্রেণীবদ্ধ পক্ষ বিধূনন
অভ্র মেঘলোকে—
অনির্দেশ তীর্থ পানে যাত্রা মোর করায় স্মরণ
প্রদোষ আলোকে।

অনন্ত ঐশ্বর্য দীপ্ত বসন্তের মধু মহোৎসব
গীতি গন্ধময় ;
মেঘমাদলের রবে বাদলের বিচিত্র বৈভব
করে চিত্ত জয়।
আশ্বিনের আঙিনায় আলোকের সুবর্ণ নূপুর
রণরণি বাজে,
নির্ঝর-নটীর নৃত্যে তরঙ্গিয়া ওঠে সে কি সুর
গিরি মর্ম্মমাঝে।

শ্যামা বসুধার বুকে বিচ্ছেদের মহালগ্ন মোর
ঘনাইছে যত,--
ততই আমারে এই অখিলের আকর্ষণ ঘোর
টানিছে নিয়ত।
তারি মাঝে শংকাকুল সকরুণ শান্ত আঁখি দুটি
হারাইয়া দিশা,
আর্ত অসহায় হেন সকাতরে মোরি মুখে লুটি
রহে দিবা নিশা।

ঝিল্লিমন্দ্র মুখরিত স্তব্ধরাতে চাঁপার সৌরভ
উন্মত্ত উল্লাসে
বাতায়নে ছুটে এসে এ মর্তের অমর্ত গৌরব
ভাষে কলোচ্ছ্বাসে।
শারদ রজনী শেষে ঝরা শেফালীর অশ্রুভরা
সকরুণ গান—
শ্রবণে আমার যেন আনে বহে আলোড়িয়া ধরা
বিদায় আহ্বান।

আমার চিত্তের নৃত্য অন্তরের আনন্দের গান
পূর্ণ প্রাণলীলা
মৃত্যুর কঠিন শিলা বারংবার করি খান্ খান্
বহিছে ঊর্মিলা !
দুর্জয় দুঃসহ ব্যাধি বাধা দেয় অবিরত তার
স্রোতের গতিরে ;
দলি সে উপলদল অবিচল প্রাণ-অভিসার
না-মানি ক্ষতিরে ।

জীবন-যজ্ঞাগ্নি মোর ম্লান যেন নাহি হয় কভু,
এই শুধু চাই,
নিভুক বাহিরে দীপ, অন্তরের দিব্যলোকে তবু
কোনো দৈন্য নাই ।
প্রাণের অমৃত দিয়া মৃত্যুরে করিব আমি জয়
মর-ধরণীতে,
প্রেমের দুর্লভ স্বর্গে রবো নিত্য অজয় অক্ষয়
ভাষাহীন গীতে ।